Please check the examination details below before entering your candidate information

Candidate surname	Other names

Centre Number | Candidate Number

Pearson Edexcel International GCSE (9–1)

Monday 13 January 2020

Morning (Time: 2 hours 30 minutes) | Paper Reference **4BA0/01**

Bangla

Paper 1: Reading, Writing and Translation

You do not need any other materials.

Total Marks

Instructions

- Use **black** ink or ball-point pen.
- **Fill in the boxes** at the top of this page with your name, centre number and candidate number.
- There are **three** sections you must answer:
  – Section A Questions 1–4
  – Section B Question 5 and **either** Question 6(a) **or** 6(b) **or** 6(c)
  – Section C Question 7.
- Answer the questions in the spaces provided
  – there may be more space than you need.
- You must **not** use a dictionary.

Information

- The total mark for this paper is 100.
- The marks for **each** question are shown in brackets
  – use this as a guide as to how much time to spend on each question.

Advice

- Read each question carefully before you start to answer it.
- Check your answers if you have time at the end.

Turn over ▶

P58203RA
©2020 Pearson Education Ltd.
1/1/1/1/1/1/

P 5 8 2 0 3 R A 0 1 2 0

Pearson

SECTION A: READING

Answer ALL questions.

Write your answers in the spaces provided.

Multiple-choice questions must be answered with a cross in a box ☒. If you change your mind about an answer, put a line through the box ☒ and then mark your new answer with a cross ☒. Open-response questions do not have to be written in full sentences and you may respond using single words or phrases.

1 **সোহেলের সাম্প্রতিক ঢাকা সফরের বিড়ম্বনা** সম্বন্ধে নিচের লেখাটি পড়ো। নিচে দেওয়া শব্দ তালিকা থেকে প্রতিটি বাক্সে সঠিক শব্দের অক্ষরটি বসাও।

মামার বাড়ি

যখন বাস থেকে সোহেল ঢাকায় এসে নামলো, ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। ওর মামা বলেছিলেন ঢাকায় নেমে সোজা তাঁর বাসায় যেতে। তাঁর নতুন বাসা উত্তরায়, শহরের থেকে একটু দূরে। মামার নতুন ঠিকানাটা অবশ্য সোহেলের জানা ছিলো না। সোহেল ভাবলো, ফোন করে ঠিকানাটা সে জেনে নেবে। মোবাইল বের করে মামাকে ফোন করতে গিয়ে বুঝতে পারলো অ্যাকাউন্ট একদম শূন্য। সে চিন্তায় পড়লো, ''এখন এই সকালবেলা ফ্লেক্সিলোডের দোকান কোথায় আমি খুঁজে পাবো?'' সঙ্গে কোনো ভাঙতি পয়সাও নেই যে তাদিয়ে সরকারি বুথ থেকে ফোন করবে।

ইতিমধ্যে তার ভীষণ খিদে পাওয়ায় সে কাছাকাছি একটা খাবারের দোকানে ঢুকলো। কিন্তু বসার জায়গাটা বেশ অপরিচ্ছন্ন থাকায় তার খিদেও মিটে গেলো। দেরি না করে সোহেল একটা রিকশা করে উত্তরার দিকে রওয়ানা হলো। সে ভাবলো ওখানে হয়তো কোনো দোকান খুলে থাকবেই। উত্তরায় পৌঁছে সে অবাক হলো। মামা যে একেবারে বড়ো রাস্তার পাশেই তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন!

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

A সড়কের	**B** বন্ধ	**C** বাস	**D** জেনে
E মধ্যে	**F** খোঁজ	**G** প্রভাত	**H** রিকশা
I নোংরা	**J** ভাঙতি	**K** ই-মেইলে	**L** দোকানের
M প্রান্তে			

উদাহরণ:	ঢাকায় এসে পৌঁছাতেই ... হয়ে গেলো।	*G*
1 (a)	সোহেলের মামা থাকেন শহরের ...।	
1 (b)	সোহেল ভেবেছিলো ফোন করে তাঁর ঠিকানাটা ... নেবে।	
1 (c)	সোহেলের কাছে ফোন করার জন্য কোনো ... ছিলো না।	
1 (d)	সে কিছু খেতে পারলো না কারণ খাবারের দোকানটা ... ছিলো বলে।	
1 (e)	উত্তরায় পৌঁছার জন্য সোহেল একটা ... নিলো।	
1 (f)	সোহেল অবাক হয়ে দেখলো বড়ো ... পাশে মামা দাঁড়িয়ে আছেন।	

(Total for Question 1 = 6 marks)

2 পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে নিচে দেওয়া তিনজন তরুণ-তরুণীর লেখাগুলো পড়ো এবং সঠিক বাক্সে ☒ চিহ্ন দিয়ে সঠিক নাম/নামগুলোর সঙ্গে বাক্যগুলো মেলাও। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাক্যের সঙ্গে নামের মিল না-ও থাকতে পারে।

পারিবারিক সম্পর্ক

রিয়াজ

আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবার আদর পেলেও-মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা একদম পাই না। তাঁরা দুজনেই সরকারি চাকুরে। দিনের শেষে যখন দুজনে বাড়িতে ফেরেন তখন তারা বেশ ক্লান্ত থাকেন। আমার খোঁজ নেওয়ার সময় তাঁদের থাকে না। স্কুলের কাজ সেরে প্রায়ই বন্ধুদের সাথে অনলাইনে আলাপ করি। অবশ্য বাবা-মা মাঝেমধ্যে অফিস থেকে ছুটি নেন। তখন কোনো নদীতে গিয়ে সাঁতার কাটি আর মজা করি।

সায়মা

পরিবারের মধ্যে আমি সবার বড়ো সন্তান। আমার ছোটো বোনকে বাবা-মা ভিন্ন চোখে দেখেন এবং অন্য ভাইবোনদের তুলনায় পক্ষপাতিত্ব করেন। তার নিজস্ব রুম থাকায় সে আরও ভালোমতো লেখাপড়া করতে পারে। প্রায়ই সে বেশি রাত পর্যন্ত তার রুমে ভিডিও গেইম খেলে এবং বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করে সময় কাটায়। আমার নিজের যদি একটি রুম থাকতো এবং আমিও যদি বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করার সুযোগ পেতাম তাহলে বেশ ভালো হতো।

জামি

আমার কোনো ভাইবোন নেই। আমার বাবা-মায়ের ছাড়াছাড়ি হওয়ায় বাবার সাথেই আমি থাকি। বাবা আমার প্রিয় বন্ধু। কাজ থেকে ফিরে তিনি আমার সাথে বেশিরভাগ সময় কাটান। বাইরে গিয়ে আমরা প্রায়ই একসাথে খাওয়াদাওয়া করি এবং সাঁতরাতে পছন্দ করি। তবে আমার মা অন্য এক শহরে থাকেন বলে তাঁর সাথে আমার বিশেষ দেখা হয় না।

DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA

		রিয়াজ	সায়মা	জামি
উদাহরণ:	বাবা আমার প্রিয় বন্ধু।	☐	☐	☒
A	আমি একমাত্র সন্তান।	☐	☐	☐
B	আমার বাবা-মা দুজনেই সরকারি চাকরী করেন।	☐	☐	☐
C	বাবা-মা আমার চেয়ে আমার বোনকে বেশি আদর করেন।	☐	☐	☐
D	আমি পরিবারের সাথে সাঁতার কাটতে যাই।	☐	☐	☐
E	বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করার অনুমতি আমার নেই।	☐	☐	☐
F	মাকে আমি খুব কম দেখি।	☐	☐	☐

(Total for Question 2 = 8 marks)

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

3 বাংলাদেশের একজন কমবয়সী মহিলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্পর্কে নিচের গল্পটি পড়ো। **বাংলায়** নম্বর অথবা শব্দ/শব্দমালা দিয়ে নোটগুলি পূরণ করো।

প্রেরণামূলক গল্প

বাইশ বছর বয়সী ববিতা একজন বৈমানিক। ছোটোবেলা থেকে সবসময় সে বিমান চালাতে চেয়েছিলো। তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ববিতাকে অঙ্ক ও পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম গ্রেড সহ ও-লেভেল এবং এ-লেভেল পাশ করতে হয়। ২০১৬ সালে ববিতা বাংলাদেশ ফ্লাইং একাডেমীতে শিক্ষানবিশ বৈমানিক হিসেবে যোগ দেয়। প্রথমে তার পুরুষ সহকর্মীরা তাদের মতো দক্ষ পাইলট হিসেবে তাকে গ্রহণ করেনি। সে তাদেরকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো যেমনটি সে তার বাবার ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেছিলো যখন তিনি বলেছিলেন ববিতা জীবনে কখনো বৈমানিক হতে পারবে না।

এর পরের বছর ববিতা তার ক্লাশে প্রথম হওয়ায় তাকে দলনেতা হিসেবে বাছাই করা হয়। তার দায়িত্বের অংশ হিসাবে তাকে নিশ্চিত করতে হয়েছিলো তার দলের প্রত্যেকেই যেন শারীরিকভাবে সুস্থ দেহের অধিকারী হয়। যেসব নতুন শিক্ষানবিশ এসব যোগ্যতা অর্জন করতে অসফল হতো তাদেরকে ফ্লাইং স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হতো।

২০১৯ সালে ববিতা বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন মহিলা বৈমানিকদের মধ্যে প্রথম বৈমানিক অফিসার পদে অধিষ্ঠিত হয়। তাকে তার সাফল্যের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রী মেডেল ও বিমান চালনার লাইসেন্স দিয়ে পুরস্কৃত করেন। পুরস্কার অনুষ্ঠানে তার ভাষণে সে স্মৃতিচারণ করে বললো, নয় বছর বয়সে কীভাবে বিমানের একটি চলচ্চিত্র দেখে সে অনুপ্রাণিত হয়েছিলো এবং ভেবেছিলো একদিন সে তার নিজের বিমান নিয়ে উড়বে। ববিতার সেই স্বপ্ন অবশেষে বাস্তবায়িত হয়েছে!

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

উদাহরণ: ববিতার বয়স: .... ২২ ....

(a) ববিতার স্বপ্ন ছিলো: .... **(1)**

(b) সে প্রথম গ্রেড পেয়েছে: .... আর .... **(2)**

(c) ২০১৬ সালে সে: .... **(1)**

(d) সে দৃঢ়তার সাথে ভুল প্রমাণিত করে: .... আর .... **(2)**

(e) ২০১৭ সালে সে প্রথম হয়: .... **(1)**

(f) তার দলের প্রত্যেক পাইলটকে হতে হতো: .... **(1)**

(g) ২০১৯ সালে সে মহিলা: .... **(1)**

(h) সে পুরস্কার পায়: .... আর .... **(2)**

(i) নয় বছর বয়সে সে পাইলট হওয়ার প্রেরণা পায়: .... **(1)**

(Total for Question 3 = 12 marks)

4 (a) নিচে দেওয়া ***আমার ছেলেবেলার শহর*** গল্পের অংশবিশেষ পড়ো।

আমার ছেলেবেলার শহর

আমার জন্ম ঢাকা শহরের পুরনো অংশে। সেখানেই আমার শৈশব কেটেছে। আমাদের বাড়ির উঠোনে একটা খেজুর গাছ ছিলো। কেন জানি না গাছটার কাছে গেলেই আমার ভীষণ ভালো লাগতো। খুব টানতো গাছটা আমাকে। খেজুরের রসের গন্ধ যেন কবিতার ছন্দে মিশে যেতো। ছেলেবেলায় প্রায়ই যাওয়া হতো বড়ো বাজারে। সেখানে একটা দোকান ছিলো যে দোকানে আয়নার মধ্যে ছবি আঁকা হতো। সেসব ছবির মধ্যে ছিলো কুঁড়েঘর, নৌকা, গাছপালা আরো অনেক কিছু। ছবি ছাড়াও আয়নার ওপর লেখা থাকতো সুন্দর সুন্দর কথা। যে ভদ্রলোক এগুলো আঁকতেন তাঁর দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। প্রায়ই ভাবতাম আমি যদি তাঁর মতো আঁকিয়ে হতে পারতাম!

আমার ছেলেবেলায় ঢাকা শহর ছিলো অন্যরকম। এখনকার ঢাকা শহর থেকে অনেক আলাদা, বেশ ফাঁকা ফাঁকা। এতো দালান-কোঠা ছিলো না। বাস কিংবা মোটর গাড়ি ছিলো না। এমনকি রিকশা পর্যন্ত ছিলো না। বড়ো রাস্তা খুব কম ছিলো তবে গলি ছিলো প্রচুর। আর ছিলো পাড়ায় পাড়ায় আস্তাবল। সেখানে থাকতো ঘোড়া আর ঘোড়ার গাড়ি কারণ ঘোড়ার গাড়ি ছিলো চলাচলের প্রধান মাধ্যম।

সে সময় রাস্তায় বাতি জ্বালানোর ভিন্ন ব্যবস্থা ছিলো কারণ বিদ্যুৎ ছিলো না। প্রতি সন্ধ্যায় বাতিওয়ালা কাঁধে মই ঝুলিয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করতো। এছাড়াও তখন ঢাকার পাড়ায় পাড়ায় ছিলো না কোনো পানির কল। তাই প্রতিদিন পানির মশকবাহী ভিস্তিওয়ালা বাড়ি বাড়ি খাবার পানি পৌঁছে দিতো। জীবনযাত্রা তখন বেশ অন্যরকম ছিলো।

গল্পটিতে যে-সব তথ্য রয়েছে তা ব্যবহার করে **বাংলায়** প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। তোমার উত্তর সম্পূর্ণ বাক্যে লেখার প্রয়োজন নেই।

(i) ছেলেবেলায় বাড়ির **কোন** জিনিসটা লেখককে বেশি আকর্ষণ করতো, **কেন?**

(2)

....

....

(ii) বড়ো বাজারের দোকানটিতে গেলে লেখকের **কিসের** সাধ জাগতো এবং **কেন?**

(2)

....

....

(iii) লেখকের ছেলেবেলার শহরটি কেমন ছিলো? তিনটি বিষয় লেখো।

(3)

....

....

....

DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

(iv) লোকজন তখন কীভাবে যাতায়াত করতো?

(1)

(v) লেখকের ছোটোবেলার শহরের কোন **দুটি** অসুবিধার কথা লেখক স্মরণ করেছেন?

(2)

4 (b) *আমার ছেলেবেলার শহর* বিষয়ে আলোচনাটি পড়ে **বাংলায়** প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দুইজন বন্ধু **'আমার ছেলেবেলা'** লেখাটি **আলোচনা করছে।**

মিলি: ''দেখো রমি, যিনি এই লেখায় স্মৃতিচারণ করে তাঁর শৈশবের শহর ও পছন্দ-অপছন্দের কথা লিখেছেন, তা আমাকে অভিভূত করেছে। আমার বেশ ভালো লেগেছে তাঁর উঠোন, খেজুর গাছ আর বড়ো বাজারে যাওয়ার স্মৃতিচারণ। আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী তাই শহরের এক অভিজাত এলাকার বহুতল ফ্ল্যাটে আমরা থাকি। সেখানে নেই কোনো গাছপালায় ঘেরা উঠোন। আছে শুধু যানবাহনের বিকট আওয়াজ আর লোকজনের ভিড়। ফুটপাথগুলোতে ফেরিওয়ালাদের দোকান সাজানোর জন্য হাঁটাচলার উপায় নেই। স্থানীয় শপিং মলগুলোতে জিনিসপত্র কেনার সামর্থ্যও বেশিরভাগ লোকজনের নেই। অবশ্য স্কুল ছুটির সময় বাবা-মায়ের সঙ্গে গ্রামে দাদার বাড়ি যাই। দাদার বাগানের টাটকা ফল আর পুকুরের তাজা মাছ খেয়ে হৈচৈ করে দিনগুলো বেশ আনন্দেই কেটে যায়। কিন্তু ফিরে এসে শুরু হয় শহরের একঘেয়ে যান্ত্রিক জীবন!''

রমি: ''হ্যাঁ, আমিও কিন্তু এ ব্যাপারেই ভাবছিলাম, মিলি। তবে আমি মনে করি এই পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে আমাদের সবাইকে খাপ খাওয়াতে হবে। যখন আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছি তখন শৈশব স্মৃতি আঁকড়ে ভাবপ্রবণ হলে চলবে না। প্রযুক্তির কল্যাণে আজ বিশেষ করে শহরের লোকজনের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। তারা চালাঘর ছেড়ে দালান-কোঠায় বাস করছে। মোটর গাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে শহরের জীবনযাত্রায় যানজটের ফলে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে সেটা সত্যিই দুঃখজনক। তবে যানজট কমাতে হলে সড়কগুলো আরও চওড়া করতে হবে; বেশি করে উড়াল সেতু নির্মাণ করতে হবে। বেসরকারি যান চলাচলে কর বসাতে হবে; ফুটপাথগুলো থেকে ফেরিওয়ালাদের উচ্ছেদ করে ওগুলো লোকজনের হাঁটাচলার জন্য উপযোগী করে তুলতে হবে। এসব সমস্যা সমাধানে তাই আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।''

(i) **নিচের বিষয়গুলোর ওপর প্রথম বন্ধুর মন্তব্য সংক্ষেপে লেখো:**

- সেকাল ও একালের শহুরে জীবন **(1)**
- স্কুল ছুটিতে মিলির অভিজ্ঞতা **(1)**

....

....

(ii) **নিচের বিষয়গুলোর ওপর দ্বিতীয় বন্ধুর মন্তব্য সংক্ষেপে লেখো:**

- শহুরে জীবনযাত্রায় প্রযুক্তির ইতিবাচক ভূমিকা **(1)**
- যানজট নিরসনে নতুন প্রজন্মের ভূমিকা **(1)**

....

....

(Total for Question 4 = 14 marks)

TOTAL FOR SECTION A = 40 MARKS

DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

SECTION B: WRITING

Answer Question 5 and **either** Question 6(a) **or** 6(b) **or** 6(c).

Write your answers in the spaces provided.

5

তোমার অবসর সময়

তোমার দেখা একটি সিনেমা

খেলাধুলা

প্রিয় শখ

আগামী গরমের ছুটির পরিকল্পনা

তোমার অবসর সম্পর্কে **বাংলায়** প্রায় ৮০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। তোমার লেখায় উপরে দেওয়া চারটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করবে।

P 5 4BA0 | 2020 | January | Paper 1 | GradeMax 2 0

Turn over

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

(Total for Question 5 = 14 marks)

4BA0 | 2020 | January | Paper 1 | GradeMax

DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA

6 **নিচের** তিনটি কাজ থেকে যেকোনো একটি কাজ বেছে নিয়ে তার ওপর **বাংলায়** প্রায় ১৪০ শব্দের মধ্যে লেখো।

কাজ ১

(a)

তোমার স্বপ্নের বাড়িটি কেমন হবে তার ওপর বাংলা পত্রিকার জন্য একটি নিবন্ধ লেখো। এতে তুমি অবশ্যই উল্লেখ করবে:

- তোমার এখনকার বাড়িটির বর্ণনা
- তোমার স্বপ্নের বাড়িটিতে কী কী দেখতে চাও, কেন
- স্বপ্নের বাড়িটিকে কীভাবে পরিবেশ বন্ধু-সুলভ করবে

(26)

কাজ ২

(b)

হ্যালো,

ও-লেভেল পরীক্ষায় তোমার অসাধারণ সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই। আমি নিজে এসে তোমার সাফল্যে যোগ দিতে পারিনি বলে দুঃখিত। তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী জানতে ইচ্ছে করছে। খুব তাড়াতাড়ি তোমার সাথে দেখা হওয়ার আশায় রইলাম।

রাশেদ

রাশেদ তোমার পরীক্ষার সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে যে-টেক্সটটি পাঠিয়েছে এর জবাবে তুমি একটি ই-মেইল লেখো। এতে তুমি অবশ্যই উল্লেখ করবে:

- কোন কোন বিষয়ে ও-লেভেল করেছো
- তোমার প্রিয় বিষয়াদি কী কী ছিলো এবং কেন
- আরও লেখাপড়ার জন্য তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী

(26)

কাজ ৩

(c) সুস্থ জীবনযাপন সম্বন্ধে তুমি একটি ব্লগ লেখো।
এতে তুমি অবশ্যই উল্লেখ করবে:

- শরীর সুস্থ রাখার জন্য তুমি যা যা করো
- পরিমিত খাওয়াদাওয়ার গুরুত্ব
- সুস্থ জীবনযাপনে সম্ভাব্য বাধা-বিপত্তি

(26)

Indicate which question you are answering by marking a cross ☒ . If you change your mind, put a line through the box ☒ and then indicate your new question with a cross ☒ .

☒ **Question 6(a)** ☒ **Question 6(b)** ☒ **Question 6(c)**

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

(Total for Question 6 = 26 marks)

TOTAL FOR SECTION B = 40 MARKS

SECTION C: TRANSLATION INTO BANGLA

Write your answer in the space provided.

7 নিচের লেখাটি **বাংলায়** অনুবাদ করো।

The National Youth Advisory Board in Bangladesh was recently formed by a group of young men and women. They have taken the initiative to carry out different activities at local schools to help young people for future jobs.

Thousands of young people are receiving essential skills to help them to gain employment, such as interview techniques. This will give them better opportunities to secure a position in a competitive job market. Young people are raising their aspirations to move away from traditional manual labour jobs to more highly skilled jobs.

(20)

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA

(Total for Question 7 = 20 marks)

TOTAL FOR SECTION C = 20 MARKS
TOTAL FOR PAPER = 100 MARKS

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

BLANK PAGE

GradeMax
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

BLANK PAGE

4BA0 | 2020 | January | Paper 1 | GradeMax

GradeMax

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

BLANK PAGE

Source information

Question 2
© Deepak Sethi/Getty Images
© Steve Debenport/Getty Images
© Deepak Sethi/Getty Images

Question 6
© jnnault/Getty Images